বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২১

৩১শে ডিসেম্বর ২০২১
কলকাতা

প্রিয় সদস্যবন্ধু,

আশাকরি সপরিবারে সুস্থ আছেন।

আরো একটা সঙ্কটময় বছর আমরা পার করলাম। কোভিড অতিমারির দ্বিতীয় ঢেউ-এর প্রবল দাপট গতবছরের মত এইবছরও ফোরামের চলার পথে অসম্ভব প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করেছে। গত বছরের মতই আমাদের বহু প্রিয়জনকে এবারও হারিয়েছি আমরা। কর্মহীনতার ভ্রুকুটি বারবার প্রত্যক্ষ্য করতে হয়েছে বহু শিল্পীকে।

গতবছরের বিদায়ী কার্যকরী সমিতির সিদ্ধান্তানুযায়ী এইবছরের শুরু থেকে একটি আপৎকালীন কর্মসমিতি ফোরাম পরিচালনার দায়িত্বভার গ্রহণ করে, যার সদস্যরা হলেন-

জিৎ
শঙ্কর চক্রবর্তী
তাপস চক্রবর্তী
শান্তিলাল মুখার্জী
কুশল চক্রবর্তী
দেবদূত ঘোষ
দিগন্ত বাগচী
শুভাশিস (রানা) মিত্র
সোহন বন্দ্যোপাধ্যায়
জুন মালিয়া
ও
সোনালি চৌধুরী

কার্যকরী সমিতির ১৬ই ডিসেম্বর ২০২০ তারিখের সভার সিদ্ধান্তানুযায়ী ১৪ইমার্চ ২০২১ তারিখে সংস্থার পরবর্তী বার্ষিক সাধারণসভা এবং কার্যকরী সমিতির নির্বাচন হওয়ার কথা ছিল। মধ্যবর্তী সময়ে সংস্থার কর্মকান্ডের দায়িত্বভার তাই ন্যস্ত করা হয়েছিল উপরোল্লিখিত আপৎকালীন কর্মসমিতির ওপর। কিন্তু দূর্ভাগ্যবশতঃ কোভিড অতিমারীর প্রবল প্রতাপে রাজ্য সরকারের তরফ থেকে সমস্ত ধরণের বড় জমায়েতে নিষেধাজ্ঞা জারী হয়ে যায়। সারা বছর ধরেই এই অবস্থা বহাল থাকে এবং স্বাভাবিকভাবেই উক্ত বার্ষিকসভার আয়োজন করে ওঠা আজ অবধি সম্ভব হয়নি। এদিকে ফোরামকে সুষ্ঠভাবে চালিয়ে নিয়ে যাওয়ার পথেও কিছু সাংবিধানিক অসুবিধার সম্মুখীন হই আমরা। যেহেতু গতবছর আমাদের সভাপতি প্রয়াত হয়েছেন, সাধারণ সম্পাদক ও একজন যুগ্ম-সম্পাদক পদত্যাগ করেছেন, তাই ২০২০ সালে ফোরামের দৈনন্দিন কাজকর্ম, বিশেষ করে ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত বিষয়ে, মধ্যবর্তী ব্যবস্থাস্বরূপ, সমস্ত কিছু সংস্থার অন্য যুগ্ম-সম্পাদক এবং কোষাধ্যক্ষের তত্বাবধানে

পরিচালিত হচ্ছিল। বিদায়ী কার্যকরী সমিতির পরিকল্পনা অনুযায়ী ২০২১ সালে নতুন কার্যকরী সমিতি গঠন হলে উক্ত দায়িত্বভার হস্তান্তরিত হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে যেহেতু ২০২১ সালে কোন বার্ষিক সাধারণসভা এবং কার্যকরী সমিতি নির্বাচনের আয়োজন করা সম্ভব হয়নি, তাই আপৎকালীন কর্মসমিতির সদস্যদের সমবেত সিদ্ধান্তানুযায়ী, সংস্থার কর্মকান্ডকে অক্ষুন্ন রাখার স্বার্থে মধ্যবর্তী ব্যবস্থাটিকে বহাল রাখার সিদ্ধান্ত হয়। পরবর্তী কার্যকরী সমিতি দায়িত্ব নেওয়া মাত্রই উক্ত মধ্যবর্তী ব্যবস্থা লোপ পাবে।

এবারে আসা যাক সারাবছর কী কী ঘটেছে তার বিস্তারিত বিবরণ নিয়েঃ

২০২১ সালের জানুয়ারী থেকে এপ্রিল মাস অবধি ফোরামের কার্যালয় চালু ছিল। এই সময়ে (মার্চ অবধি) সদস্যদের সদস্যপদ নবীকরণ ও বিভিন্ন প্রযোজনা সংস্থায় কর্মরত শিল্পীদের সমস্যা সমাধান ব্যতীত বিশেষ কোন কাজ করে ওঠা সম্ভব হয়নি। ক্রমবর্ধমান কোভিড অতিমারীর (দ্বিতীয় ঢেউ) কারণে উক্ত সময়ে ফোরামের কাজ চালানো খুবই কষ্টসাধ্য হয়ে উঠেছিল। জমায়েতের ওপর সরকারি নিষেধাজ্ঞা থাকায় ১৮ই মার্চ ২০২১ তারিখে যে পূর্বপরিকল্পিত সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল, তা বাতিল হয়ে যায়।

কোভিড অতিমারির দ্বিতীয় ঢেউ-এর দাপটে ১লা মে ২০২১ থেকে ৩০শে জুন ২০২১ তারিখ অবধি ফোরাম কার্যালয় বন্ধ রাখতে হয়। ফোরামের সমস্ত কর্মী কোভিডে আক্রান্ত হন। ফোরাম তরফ থেকে তাঁদের সমস্ত চিকিৎসা সংক্রান্ত দায়িত্ব নেওয়া এবং এই বিষয়ে মোট ৫৮৮০০ টাকা খরচ হয়। ১লা জুলাই ২০২১ তারিখ থেকে পুনরায় ফোরামের কার্যালয় চালু হয়।

কোভিড অতিমারীর দ্বিতীয় ঢেউ চলাকালীন ফোরামের তরফ থেকে ২৫শয্যার 'সৌমিত্র' সেফ হোম চালু করা হয়। মাননীয় বিধায়ক ও মেয়র পরিষদ শ্রী দেবাশিস কুমারের সক্রিয় সহযোগিতায় এই প্রচেষ্টা বাস্তবরূপ পায়। লেক গার্ডেন্স মিলন সংঘ-এ এই সেফ হোমটি বানান হয়েছিল। মিলন সংঘের সমস্ত সদস্যদের সক্রিয় যোগদান ও ঐকান্তিক সহযোগিতায় এই সেফ হোমটি ২২শে মে ২০২১ থেকে ৩০শে জুন ২০২১ অব্দী চালু ছিল। ফোরামের সমস্ত শিল্পী, কলাকুশলী, চ্যানেল কর্মচারী, প্রযোজনা সংস্থার কর্মী এবং তাঁদের সকলের পরিবারের জন্য এখানে বিনামূল্যে পরিষেবা দেওয়া হয়েছিল। এছাড়া নাটক ও যাত্রার সঙ্গে যুক্ত সমস্ত শিল্পী ও কলাকুশলীদের জন্যও এই পরিষেবা উন্মুক্ত করে দেওয়া হয় এবং কলকাতা মিউনিসিপ্যাল করপোরেশনের ৮৯ ও ৯৩ নম্বর ওয়ার্ড নিবাসী প্রত্যেকটি পরিবারকেও এই পরিষেবা দেওয়া হয়। ২৫টি শয্যা বিশিষ্ট এই সেফ হোমে অক্সিজেন পরিষেবা, করোনা সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় ওষুধ, রুগীর পথ্য, প্রভৃতিসহ ২৪ঘন্টা ডাক্তার ও নার্সের আয়োজন করা হয়েছিল। এছাড়া সঙ্কটজনক রোগীদের জন্য অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবার ব্যবস্থাও ছিল। এই সময়ে বহু শিল্পী ও কলাকুশলীকে এবং তাঁদের পরিবারের সদস্যদের ফোরামের আপৎকালীন কর্মসমিতির সদস্যরা উদ্যোগ নিয়ে বিভিন্ন সরকারী চিকিৎসাকেন্দ্রে ভর্তির ব্যবস্থাও করেন। 'সৌমিত্র' সেফ হোম পরিচালনা করতে গিয়ে ফোরাম প্রাথমিকভাবে মোট ৫৭০৬৮০ টাকা খরচ করে। পরবর্তীকালে স্টার জলসা এবং জি বাংলা এই উদ্যোগে ৫ লক্ষ টাকা করে আর্থিক অনুদান দেন সংস্থাকে। এছাড়া ফোরামের বেশ কিছু সদস্য ব্যক্তিগতভাবে এই উদ্যোগে আর্থিক সাহায্য করেন যার মোট পরিমান ২৪০০০২ টাকা। প্রায় ৫০জন অসুস্থ মানুষ এই পরিষেবার সুযোগ নিয়েছিলেন।

কোভিড অতিমারী প্রতিরোধে ফোরামের তরফ থেকে প্রথমে স্টার জলসা ও জি বাংলার সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে শিল্পীদের টিকাকরণের ব্যবস্থা করা হয়। পরবর্তীকালে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের সঙ্গেও ফোরাম যৌথ উদ্যোগ নেয় এবং বহু শিল্পীর টিকাকরণের ব্যবস্থা করা হয়।

কোভিড অতিমারীর প্রথম ঢেউ-এর সময় টেলিভিশন ধারাবাহিকগুলির বহমানতা ভীষনভাবেই ব্যাহত হয়েছিল এবং বহু ধারাবাহিক টিআরপি কমে যাওয়ার কারনে বন্ধ হয়ে যায়। কর্মসঙ্কোচনের এই ভয়াবহতা আমাদের বহু সদস্যকেই কর্মহীনতার দিকেও ঠেলে দেয়। এরপর, যখন আবার সমস্ত কিছু আস্তে আস্তে স্বাভাবিকতার দিকে এগোচ্ছিল এবং নতুন কাজের ক্ষেত্র তৈরি হচ্ছিল, ঠিক তখনই কোভিডের দ্বিতীয় ঢেউ-এর আঘাত নেমে আসে আমাদের ওপর। এমতাবস্থায় টেলিভিশন ধারাবাহিকের প্রযোজকরা স্থির করেন যে 'শ্যুট ফ্রম হোম' বা বাড়ি থেকে শ্যুটিং-এর মাধ্যমে ধারাবাহিকগুলির বহমানতা অক্ষুন্ন রাখার স্বার্থে কাজ চালিয়ে যাবেন। এই বিষয়ে তাঁরা ফোরামের সাহায্যপ্রার্থী হন এবং ফোরাম এই সিদ্ধান্তকে শর্তাধীনভাবে স্বাগত জানায়। ফোরামের শর্তানুযায়ী এই ধারাবাহিকগুলিতে নিয়মিতভাবে কর্মরত সমস্ত কলাকুশলীকে এই সময়ের পূর্ণ পারিশ্রমিক দিতে এবং শিল্পীদের সাহায্যার্থে ফোরামের তহবিলে অনুদান দিতে প্রযোজকরা সম্মত হন। এই সময়ে ফেডারেশন কর্তৃপক্ষ এই বিষয়ে অসম্মত থাকেন এবং অনাবশ্যক ও যুক্তিহীন কারণ দেখিয়ে বিভিন্নভাবে কাজ বন্ধ করার চেষ্টা করেন। বহু শিল্পীর ভবিষ্যত এতে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা তৈরী হয় এবং কতকটা বাধ্য হয়েই সমস্ত সদস্যদের স্বার্থে ফোরাম এহেন অনিষ্টকারী শক্তির বিরুদ্ধে গর্জে ওঠে। গত বছর এই বিষয়ে ফোরাম দুটি সাংবাদিক সম্মেলনে অংশ নেয় এবং উক্ত সক্রিয়তায় টেলিভিশন ধারাবাহিকের কাজ ও তার বহমানতা অক্ষুন্ন থেকে যায়। প্রায় ৯৯% প্রযোজক ফোরামের শর্তানুযায়ী আমাদের তহবিলে অনুদান দেন যার মোট পরিমান হলো ১৭৯২৫০০ টাকা। এইসময় ফোরামের তরফ থেকে সদস্যদের জানানো হয় যে প্রয়োজনে তাঁরা আর্থিক সাহায্যের আবেদন করতে পারেন। ২৪৯ জন সদস্য এই সুবিধা নেন এবং তাঁদেরকে ২০০০ টাকা করে আর্থিক সাহায্য (মোট ৪৯৮০০০ টাকা) দেওয়া হয়।

ফোরাম কার্যালয়ে আগত সমস্ত সদস্য ও কর্মীদের সুরক্ষার্থে ২৬জুলাই ২০২১ তারিখে একটি 'সাইকোক্যান' যন্ত্র কেনা হয় এবং ফোরাম কার্যালয়ে তার ব্যবহার শুরু হয়। ভারত সরকার দ্বারা স্বীকৃত এই যন্ত্রটি ব্যবহার করলে ১২০০ স্কোয়ার ফিট অঞ্চলে (বদ্ধ জায়গায়) কোভিডের ভাইরাস একজন থেকে অপরজনে সংক্রামিত হতে পারেনা বলেই প্রস্তুতকারক সংস্থার তরফ থেকে দাবি করা হয়েছে।

দীর্ঘদিন ধরেই ফোরামের তরফ থেকে টেলিভিশন প্রযোজকদের সঙ্গে একটি মৌ-চুক্তি সম্পাদনের দাবী ছিল। কিন্তু বহু বছরের প্রচেষ্টা সত্ত্বেও এই বিষয়ে কোন অগ্রগতি হয়নি এবং ফোরাম সদস্যরা এতদিন ধরে কোন লিখিত চুক্তি ছাড়াই শুধুমাত্র মৌখিক এবং ভাসা ভাসা কথার ওপর ভিত্তি করেই কাজ করে আসছিলেন। এর ফলে বহুক্ষেত্রে সমস্যা সৃষ্টি হলেও লিখিত চুক্তির অভাবে অনেক সময় যথাযথ সমাধান করা যায়নি এবং শিল্পীস্বার্থ রক্ষিত হয়নি। এই বছর ফোরামের তরফ থেকে এবিষয়ে নতুন করে উদ্যোগ নেওয়া হয় এবং বেশ কয়েকটি আলোচনার পর গত ১২ই আগস্ট ২০২১ তারিখে টেলিভিশন প্রযোজকদের সংস্থা ডব্লুএটিপি-র সঙ্গে ঐতিহাসিক মৌ-চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ১৫ই অক্টোবর ২০২১ তারিখ থেকে এই মৌ-চুক্তি বলবৎ হয়েছে এবং তিনবছর পর এটি নবীকৃত হবে।

বিগত বেশ কিছুদিন ধরেই শিল্পীদের শ্যুটিং ডায়েরীতে সই সংক্রান্ত একটি সমস্যার সম্মুখীন

হয়েছেন আমাদের সদস্যরা। মৌ-চুক্তিটি সম্পাদন হওয়ার পর বর্তমানে এই সমস্যাটিরও সমাধান হয়েছে। ফোরামের তরফ থেকে পুরানো সমস্ত ডায়েরী বাতিল করে একটি নতুন ডায়েরী ছাপানো হয়। এই ডায়েরীটিতে মৌ-চুক্তিটি সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করা হয়। এছাড়া ওই ডায়েরীতে 'আর্টিস্টস্ কনফারমেশন নোট' প্রকাশ করা হয়। শিল্পীদের সঙ্গে প্রযোজনা সংস্থার কত টাকায় এবং কী শর্তে কাজ করার চুক্তি হচ্ছে সেটির লিখিত দলিল এটি। ভবিষ্যতে কোন সমস্যা সৃষ্টি হলে সদস্যরা যাতে এই কাগজটিকে প্রমাণস্বরূপ দাখিল করতে পারেন, সেই জন্যই এটি চালু করা হয়েছে। এছাড়া অতীতের মতই শ্যুটিং ডায়েরীতে উপস্থিতির তথ্য লেখার জায়গা রাখা হয়েছে। পূর্বে উক্ত তথ্যে প্রযোজনা সংস্থার তরফে প্রযোজনা নিয়ন্ত্রক সই করতেন, কিন্তু এখন থেকে প্রযোজনা সংস্থার নির্দিষ্ট আধিকারিক উক্ত দায়িত্ব পালন করবেন।

কোভিড অতিমারীর জমায়েত নিষিদ্ধ থাকায় এবারে ফোরামের নতুন সদস্যদের জন্য অনলাইন অডিশন প্রক্রিয়ার সাহায্য নেওয়া হয়েছে। প্রায় ৫০০জন শিল্পী অডিশনের জন্য ফর্ম নেন এবং তাদের মধ্যে প্রায় ৩০০জন উক্ত অডিশন প্রক্রিয়ার শর্তানুযায়ী ভিডিও ক্লিপ পাঠিয়েছেন। বর্তমানে অডিশনগুলি বিচারকমন্ডলীর কাছে প্রেরণ করা হয়েছে এবং খুব শীঘ্রই ফলাফল প্রকাশ করা হবে।

এবছর আমরা বহু প্রিয় সদস্যকে চিরকালের মত হারিয়েছি। অত্যন্ত ব্যথিত হৃদয়ে আমরা স্মরণ করি তাঁদের। যাঁরা এবছর অমরলোকের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন, তাঁরা হলেনঃ

তাপস কুমার দেব
শ্যামরঞ্জন ঘোষাল
শ্রীমতী পাইন
শচীন কুমার মল্লিক
ইন্দ্রজিৎ দেব
সুদীপ ভট্টাচার্য্য (পিলু)
অপরূপ গাঙ্গুলী
রজত সেনগুপ্ত
প্রদীপ কুমার দে
শঙ্কর রায়চৌধুরী

এই হল মোটামুটিভাবে সারাবছরের forum-এর সমস্ত কাজের খতিয়ান।

ভালো থাকবেন। সুস্থ থাকবেন।

শান্তিলাল মুখার্জী
যুগ্ম সম্পাদক